Arabinda Paul 

Sub-Philosophy, Class-B.A. General, SEM-IV
Topic-Shree Aurobindo, Paper-DSC1D
(Contemporary Indian Philosophy)

প্রশ্ন: শ্রী অরবিন্দকে অনুসরণ করে 'যোগ'-এর স্বরূপটি ব্যাখ্যা কর।

অথবা

'All life is Yoga' — শ্রী অরবিন্দের এই উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। প্রশ্নমান-১০/৫

উত্তর — বিবর্তন জগতের একটি স্বাভাবিক রীতি। বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মানুষ জ্ঞান-শক্তির এমন এক অবস্থায় উন্নীত হয় যেখানে পরমসত্তা যেমন ঈশ্বর এর সাথে সং-যোগ স্থাপন করে। এই পর্যায়েই মানুষ অর্জন করে পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং পরিণত হয় অতিমানবে। তবে তার জন্য বিশেষ এক প্রকার সাধন প্রণালী অর্থাৎ যোগ অনুশীলন করা প্রয়োজন। মানুষের এই অতিমানবে পরিণত হওয়াই শ্রী অরবিন্দের পূর্ণযোগ বা সমন্বয়ী যোগের মর্মকথা।

শ্রী অরবিন্দ সৃষ্টির ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে একটি মতের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ক্রমবিকাশের বিষয়ে মানুষই হল প্রকৃতির প্রথম চিন্তাশীল (First thinker); অর্থাৎ মানুষের মধ্যেই প্রথম বিচার-বুদ্ধির উন্মেষ হয়। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে তার বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে কোনটি লক্ষ্য স্থির করতে পারে এবং লক্ষ্যে পৌঁছনোর উপায় নির্ণয় করতে পারে। ক্রমবিকাশের নিম্নতর স্তরে অর্থাৎ জড় থেকে প্রাণের স্তরে এবং প্রাণ থেকে মনের স্তরে উত্তরণের বেলায় প্রকৃতির নিয়মে আপনা থেকেই লক্ষ লক্ষ বছরে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে থাকে। ক্রমবিকাশের পরবর্তী ধাপে দেবমানবের উদ্ভব হবে মানুষের সচেতন সাধনার ফলে। প্রকৃতির নিয়মে আপনা থেকে তা হবার নয়। তবে যোগ একমাত্র মানুষের সহায়ক হবে।

সৃষ্টি ক্ষেত্রে ক্রমবিবর্তনের ধারা ও যোগ এই দুয়ের সাথে সম্পর্ক সম্বন্ধে শ্রী অরবিন্দের একটি প্রসিদ্ধ উক্তি হল — "All Life is Yoga". শ্রী অরবিন্দ তাঁর Synthesis of Yoga গ্রন্থের মূল সূত্র হিসাবে উক্তিটি গ্রহণ করেছিলেন। এই ক্রমবিবর্তনের ধারা ঊর্ধ্বমুখী; উপনিষদের ভাষায় আনন্দের অভিমুখী। জড়ের সাথে প্রাণশক্তি প্রচ্ছন্ন (involved – Aurobindo) ছিল বলেই পৃথিবীতে একদিন উদ্ভিদ ও ইতর প্রাণীর ~~আবির্ভাব~~ আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। জড়বিজ্ঞানের অনুমিত মতও এখনই যে প্রাণের বীজ প্রচ্ছন্নভাবে জড় পদার্থের সাথে বিদ্যমান। জড় জগতে প্রথম উদ্ভিদ ও ইতর প্রাণীর আবির্ভাব, পরে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হয়েছে। এই দুটি ক্রিয়ার সাথে শ্রী অরবিন্দ দুটি শক্তির সংযোগ দেখেছেন। একটি শক্তি উপর থেকে আকর্ষণ করছে; অপরটি নীচ থেকে উপরে উঠতে উন্মুখ হয়ে রয়েছে। উপরের আকর্ষণ আর উপরে উঠবার জন্য নীচের উন্মুখতার একটি সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। শ্রী অরবিন্দের সাধনার মূল সূত্র হল — একদিকে সচ্চিদানন্দকে জানবার জন্য নীচ থেকে সাধকের উন্মুখতা, অপরদিকে উপর থেকে নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য সচ্চিদানন্দেরও আগ্রহ। এই দুটি ক্রিয়াকে যোগ বলা যেতে পারে; এতঃ এই দুটি ক্রিয়াই এ পর্যন্ত অজ্ঞানে (subconsciously), প্রকৃতির নিয়মেই হয়েছে। কিন্তু ক্রমবিবর্তনের পরবর্তী স্তর হবে মানবের দেবমানব হওয়া। তার জন্য প্রয়োজন সজ্ঞান সাধনা। তাই এদিক থেকে দেখলে বলা যেতে পারে যে All Life is either consciously or subconsciously a Yoga, অর্থাৎ All Life is Yoga।